প্রবাস বন্ধুর সেকাল ও একাল

অসিত কুমার সেন

গত শতাব্দীর আট দশকের কোন এক সময় থেকে হিউস্টনের শ্রী প্রীতিময় ও শ্রীমতী অশোকা ভট্টাচার্য্য দম্পতির সঙ্গে আমার পরিচয়ের মাধ্যমে 'প্রবাস বন্ধু' সংস্থার সূত্রপাত। আজ তাঁরা পরলোকগত। সেই সময়, ১৯৯১ সালে শ্রীমতী ভট্টাচার্য্যের উৎসাহ ও আনুকূল্যে তাঁদের Westbury এলাকার বাসস্থানে সর্বপ্রথম প্রবাস বন্ধু গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলা সাহিত্য তথা বঙ্গসংস্কৃতি, বিশেষতঃ সঙ্গীত চর্চায় তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল দেশে 'ওঙ্কার' সঙ্গীত গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে। লেখকের ক্ষেত্রে বলা যায় - গত শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে পারিবারিক দুটি হস্তলিখিত পত্রিকায় রচনা ও সম্পাদনার কাজে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল।

সেসময় প্রথমদিকে প্রায় শ'খানেক বই ছিল প্রবাস বন্ধু গ্রন্থাগারের সম্বল। ক্রমে হিতাকাঙ্ক্ষিদের দানে গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি পায়। অত্যন্ত উদারমনা দাতা হিউস্টনবাসী শ্রী গঙ্গানারায়ণ ঘোষ, যিনি এদেশে জনহিতকারী কাজের জন্য সর্বপরিচিত, তাঁর নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে উচ্চ মানের মুদ্রণ ও বন্ধনে সমৃদ্ধ তেরোটি খন্ডে প্রকাশিত সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলী দান করে তিনি আমাদের গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি করেন। গ্রন্থাগারের প্রথম সঞ্চয়নে মুখ্যত গত শতাব্দীর সাত/আট দশক পর্যন্ত সাহিত্যিকদের লেখা গ্রন্থ আমাদের মূল সম্বল ছিল। সংস্থার অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপাদান - কাগজ, কলম ও একটি আলমারি সভ্যদের ও শুভাকাঙ্ক্ষিদের অর্থ সাহায্যে সংগ্রহ করা কঠিন কাজ হয়নি। বস্তুত হস্তলিখিত প্রথম পুস্তক তালিকা অল্প দিনের মধ্যেই তৈরী হয়, এবং প্রায় সেই সঙ্গেই শ্রীমতী ভট্টাচার্য্যের পরামর্শ অনুযায়ী বাংলা সাহিত্য চর্চার অধিবেশন সংস্থাপনের চিন্তা কার্যকরী করা, অর্থাৎ প্রতি মাসে একবার অধিবেশনের আহ্বান শুরু করা হয়। মাসের শেষ রবিবারে সংস্থার সভ্যরা বেলা সাড়ে তিনটের সময় একত্রিত হবার প্রথা শুরু হয়। প্রথমদিকে ভট্টাচার্য্য পরিবারের বাসায় অথবা লেখকের Braeswood অঞ্চলের বাসায় মাসিক অধিবেশনের আয়োজন করা হত; পরে অন্যান্য সভ্যদের বাসায় অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে বাংলা সাহিত্যিকদের অথবা সভ্যদের স্বরচিত লেখা পাঠ ও আলোচনা করা হত। সাহিত্য চর্চার ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখতে এই মাসিক অধিবেশনগুলি এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। নিয়মিত উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে ডক্টর রাজাগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম মনে পড়ে। আজ বহুকাল যাবৎ তিনি কলকাতা-নিবাসী। প্রীতিময়বাবু তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের ছোটখাটো ঘটনা শুনিয়ে আমাদের আনন্দ দিতেন। গঙ্গানারায়ণ ও তাঁর স্ত্রী রাণী মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন। আভা সেন, কুমুদ ও স্বাতী মজুমদারও নিয়মিত সভ্যদের দলে ছিলেন। আশুতোষ বিশ্বাস, যিনি সকলের কাছে আশুদা নাম পরিচিত, তিনি ছিলেন প্রবাস বন্ধুর এক বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা। ত্রিশ বছর যাবৎ চিররুগ্ণ স্ত্রীর আমরণ সেবা, পরিচর্যা করে তিনি ভাষাশিক্ষা ও দেশ ভ্রমণের নেশায় মগ্ন হয়েছিলেন। রুশ ভাষায় পারদর্শী আশুদার সেই দেশের সঙ্গে এক স্থায়ী যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। তিনি ইউরোপীয় রুশদেশের প্রান্তভাগে অবস্থিত 'বৈকাল হ্রদ' এলাকা Trans-Siberian Railways-এর সাহায্যে কেবল পরিদর্শন করেননি, হ্রদের তীরে এক মৎস্যজীবী দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করে সেখানে কিছুদিন বাস করেছিলেন। বাংলায় প্রচলিত 'ভবঘুরে' শব্দের তিনি ছিলেন এক জ্বলন্ত উদাহরণ। তাঁর রচিত রুশদেশ ভ্রমণ কাহিনী ছাড়াও মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মহাদেশের বালি, সুমাত্রা, কম্বোজের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও চীনদেশ ভ্রমণ কাহিনী সেই সময় প্রবাস বন্ধুর সভ্যদের এক বিশেষ আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছিল।

প্রথমদিকে সভ্য সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল, তবু অধিকাংশ সভ্যই মাসিক অধিবেশনে নিয়মিত যোগদান করতেন এবং অধিবেশনের নানাপ্রকার কাজে সাহায্য করতেন। সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারে বই লেনদেন করে পড়ার প্রথাও শুরু হয়। সে সময় সভ্যদের বই পড়ার অভ্যাস ভালমত বজায় ছিল; তার কারণ তখনও গ্রন্থাগারে বাংলা ছায়াছবির ডিভিডি বা সিডির আকর্ষণের অভাব ছিল।

হিউস্টনে গ্রন্থাগার স্থাপনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে সপ্তম দশকে হিউস্টন বঙ্গসমাজের উদ্যোগে প্রথম রবীন্দ্র সমিতির অন্তর্ভুক্ত একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়। মেডিকেল সেন্টার অঞ্চলে এক বাসস্থানের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে সেই পাঠাগারের স্থান হয়। কিছুকাল যাবৎ সন্ধ্যার পর নির্দিষ্ট স্বেচ্ছাসেবিরা নিয়মিত সেই পাঠাগারের তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁদের বিচারে সেখানে পাঠক সংখ্যা প্রবাস বন্ধু গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যার তুলনায় কম ছিল। তা সত্ত্বেও প্রবাসে রবীন্দ্র সমিতি ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উত্তেজনা এবং আনন্দ সে সময় অন্তত কিছুদিন বঙ্গ সন্তানদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয় ছিল। তখনকার নবীন স্বেচ্ছাসেবিরা ইদানীং প্রৌঢ়ত্ব অথবা এই লেখকের মতো বার্ধক্যের সীমানায় উপস্থিত। তখনকার কালে আদি হিউস্টনবাসী তরুণ তরফদারের

তারুণ্যের উৎসাহ লেখকের মনে পুলকের আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল|

তখন প্রবাস বন্ধুর মাসিক অধিবেশনে সাহিত্যচর্চা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রও সর্বতোভাবে নীরস ছিল না | পাঠ ও আলোচনার শেষে চা, বিস্কুট, ডালমুটের আয়োজন ও আস্বাদন সভ্যদের অতি প্রিয় সময় ছিল | সভাশেষে সভ্যরা রসনাতৃপ্তি করতেন স্বভাবতই নির্ভেজাল বাঙালি আড্ডার পরিবেশে | সুতরাং অধিবেশন আরম্ভ হবার সময় নির্দিষ্ট হলেও তার সমাপ্তির সময়জ্ঞানে বেহিসেবী সভ্যদের মনে কোনও রকম চাঞ্চল্যের উপক্রম হত না | এই প্রসঙ্গে প্রবাস বন্ধুর কার্যক্রম ও তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক মন্তব্য সময়োচিত হবে | প্রখ্যাত প্রাচীন ভারতীয় ভাষাবিদ শ্রী সুধীর কুমার করণ মহাশয় প্রবাস বন্ধুর কার্যকলাপ ও তার ভবিষ্যৎ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন - মাসিক অধিবেশনে কি কেবল সাহিত্যচর্চারই রেওয়াজ? লেখকের কুণ্ঠিত নিবেদন ছিল যে আলোচনা ও পাঠান্তে চা বিস্কুটের ব্যবস্থা থাকে এবং সেই সময় সভ্যদের জমিয়ে আড্ডার সুযোগ থাকে! করণ মহাশয় সেই শুনে লেখককে আশ্বস্ত করেন যে সেক্ষেত্রে সাহিত্য সভার আয়ু দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী | দূরদর্শী সাহিত্যিকের ভবিষ্যৎবাণী মনে হয় বিফল হয়নি | আজ প্রবাস বন্ধু তার রজত জয়ন্তী পালনের উপযুক্ত সংস্থা হয়ে উঠেছে | লেখকের দৃষ্টিতে সাহিত্য সভার অধিবেশনে উপরন্তু রসনার রসসম্ভার সাহিত্য রসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমতালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে | উদাহরণ স্বরূপ, অধিকাংশ অধিবেশনে যে পরিমাণে ও বৈচিত্রে সুখাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকে - প্রবাস বন্ধুর পুরাতন চা বিস্কুটের আয়োজন সেই তুলনায় নগণ্যতার বিড়ম্বনায় যে লজ্জিত হবে সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায় |

২৫ বছর আগের মতো আজও মাসিক অধিবেশন প্রতি মাসের শেষ রবিবার দুপুর সাড়ে তিনটের সময় স্থির করা আছে | গ্রন্থাগারের কাজ শুরু হবার পর পরিচালনা ও সভ্যদের দায়িত্বের একটি সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলীর হস্তলিখিত রূপ সভ্যদের দেওয়া হয় | এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য নিয়মাবলীর মধ্যে সংস্থার কার্য নির্বাহে কোন ভারপ্রাপ্ত পদাধিকারীর নাম উল্লিখিত হয়নি, কারণ প্রবাস বন্ধু গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র পরিসরে পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে সংস্থা পরিচালনার ভার পুরনো সভ্য ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাপকদের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছিলেন | এই পারস্পরিক সহযোগিতার গুণ প্রবাস বন্ধুর এক সম্পদ | কার্যনির্বাহে পদাধিকার স্বত্ত্বের অবর্তমানে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মনোমালিন্য সভ্যরা কখনও অনুভব করেনি | যার ফলে প্রবাস বন্ধু সংস্থা আজ ২৫ বছরের ঊর্ধ্বে তার দীর্ঘ জীবন রক্ষা করে চলেছে | সংস্থার কার্যনির্বাহের ইতিহাসে যে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবির নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকগত | রচনার শুরুতে ভট্টাচার্য্য দম্পতির অবদান উল্লেখ করেছি | গত শতাব্দীর নয় দশকের মধ্যভাগে প্রবাস বন্ধুর প্রথম সম্পাদিকা, অধুনা পরলোকগত, শ্রীমতী প্রলেতা বসাক ও তাঁর কন্যা শ্রীমতী লালিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য | সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে মাতা ও কন্যার পারদর্শিতা ও সহযোগিতা প্রবাস বন্ধুর এক উল্লেখযোগ্য যুগ প্রবর্তন করেছিল | কার্যোপলক্ষ্যে ২০০৬ সালে তাঁরা স্থানান্তরে বাস করার দরুণ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব শ্রী সুজয় দত্ত ও শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক বছরের জন্য গ্রহণ করেন | ২০০৯ সালে আমেরিকার পূর্বাঞ্চল থেকে আগত চট্টোপাধ্যায় দম্পতির শ্রীমতী মালবিকা পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন | সম্পাদনার দক্ষতায় মালবিকা বছরে পূর্বাপর দুটি সংখ্যা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন | প্রাথমিক প্রথা অনুসারে হিসাব-রক্ষণ, প্রবাস বন্ধুর নিয়মাবলী বা সংবিধান /পাঠচক্র/গ্রন্থাগার পরিচালনা করার দায়িত্ব দুটি বিভিন্ন হাতে বহুকাল ন্যস্ত আছে | প্রবাস বন্ধু সংস্থা স্থাপনের পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত লেখক মাসিক অধিবেশন পরিচালনা করার দায়িত্ব পালন করেছেন | ব্যক্তিগত কারণে স্থানান্তরে বাস করার জন্য সেই দায়িত্ব শ্রী রবি ও শ্রীমতী চন্দ্রা দে পালন করে চলেছেন | সংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষণ, গ্রন্থাগার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ রবির সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় | সংস্থার যাবতীয় চিঠিপত্র, জনসংযোগ চন্দ্রা সুষ্ঠুভাবে পালন করেন | সাধারণত মাসিক অধিবেশনের ব্যবস্থা এই দম্পতির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব | পত্রিকা মুদ্রণে শ্রী শুভেন্দু চক্রবর্তী ও শ্রী মৃণাল চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য | পত্রিকার রূপ প্রথম দর্শনেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে | যেমন তার মূল্যবান কাগজ তেমন তার গ্রন্থন! গুণী চিত্রশিল্পিদের চিত্ররেখার বিচিত্র রূপসজ্জা প্রবাস বন্ধুর সম্পদ!

প্রবাস বন্ধুর অন্যতম উদ্দেশ্য সাহিত্য সভার অধিবেশনে এবং পত্রিকায় অল্প-বয়সীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা | সেই উদ্দেশ্য আজ অবধি চিত্রশিল্প ও কদাচিৎ কবিতা পাঠের মধ্যেই সীমিত আছে | এই বিষয়ে যাঁদের উদ্যোগ ও একনিষ্ঠতা সফলতর হবার সম্ভাবনা আছে তাঁরা সেই তরুণ কিশোর কিশোরীদের অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিরা | মাতৃভাষা চর্চায় উৎসাহদান এবং ক্ষেত্রবিশেষে মৃদু তাড়না প্রয়োগের উপকারিতা অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সর্বজনবিদিত, সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটাবার কোনও কারণ নেই | প্রতিভার উন্মেষ ও সফলতা তরুণ শ্রেণীর পিতা-মাতার ইচ্ছা ও দূরদর্শিতার উপর নির্ভরশীল |

আজ অবধি দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রবাস বন্ধুর উদ্যোগে

প্রকাশিত হয়েছে | প্রথম সংখ্যাটি ২০০৬ সালে হিউস্টনে বঙ্গ সম্মেলন উপলক্ষ্যে পত্রিকার কয়েকটি নির্বাচিত রচনার সংগ্রহ | দ্বিতীয় সংখ্যাটি ২০১১ সালে রবীন্দ্রনাথের সার্ধ শতবর্ষ জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয় | দ্বিতীয় সংখ্যার মধ্যে সভ্যদের লেখা ব্যতীত দেশের কয়েকজন রবীন্দ্রনাথের রচনা ও ভাবধারায় অভিজ্ঞ লেখক লেখিকার অবদান উল্লেখযোগ্য | তাঁরা বিনা দ্বিধায় এবং বিনা পারিশ্রমিকে আমাদের পত্রিকার মান বর্ধন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন | সেই সংখ্যাটি বঙ্গসমাজে বেশ কিছু প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল |

পত্রিকার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়মাবলীর ক্ষুদ্র গন্ডির ভিতরে উল্লিখিত হয়নি | যে উদ্দেশ্যে প্রবাস বন্ধু স্থাপনা করা হয়, আমাদের পত্রিকায়ও সেই একই উদ্দেশ্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা সম্ভবপর | লিখিতরূপে বাংলা-ভাষাচর্চায় সব শ্রেণী, সব মানের লেখার মূল্য দেওয়া সংস্থার একটি অস্ফুট ও প্রায় অনুচ্চারিত নিয়ম| সেই নিয়ম অনুযায়ী নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য রচনা সংগ্রহ নিঃসন্দেহে সম্পাদকীয় কর্তব্যের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব |

প্রবাস বন্ধু সংস্থার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের কাজ লেখকের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি প্রধানত দুটি কারণে | এই রচনার কয়েকটি পৃষ্ঠায় প্রবাস বন্ধুর কার্যকলাপের একটি বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে মাত্র | কিন্তু সংস্থার লক্ষ্য এবং পরিচালনায় যাঁরা আজ পর্যন্ত যে পরিমাণে তাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য দিয়ে সংস্থাটি সচল এবং সজীব রেখেছেন, সেই ইতিহাসের কোনও যোগ্য চিহ্ন এই বিবরণের ভাষ্যে পাওয়া যাবে না | দ্বিতীয় কারণটি সমপর্যায়ে কাজ | সাহিত্য অধিবেশনের গুরুত্ব ভাষাচর্চায় কী পরিমাণ উল্লেখযোগ্য সে কথা অবশ্যই স্বীকার্য হলেও অধিবেশনের ব্যবস্থাপনায় কতখানি পরিশ্রম ও ধৈর্যের প্রয়োজন, সে কথা আমাদের অগোচরে সর্বদাই রয়ে যায় - সেই তথ্যটি আমরা স্মরণে রাখব |

শ্রী অসিত কুমার সেন এবং শ্রী সুভাষ দাস

৺শ্রীমতী অশোকা ভট্টাচার্য্য, শ্রী রবি দে ও শ্রী গঙ্গানারায়ণ ঘোষ ↖

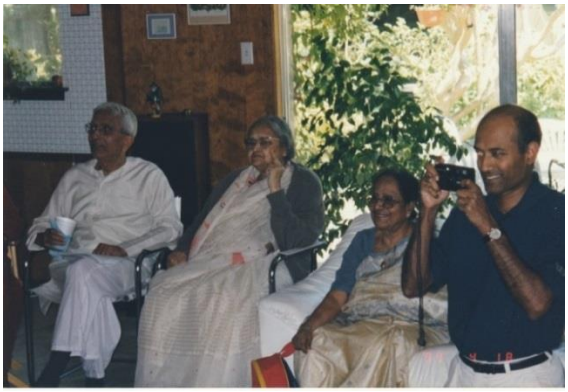

সর্বশ্রী অসিত কুমার সেন, ৺অশোকা ভট্টাচার্য্য, ৺প্রলেতা বসাক ও রবি দে ↖

সর্বশ্রী ৺প্রীতিময় ভট্টাচার্য্য, ঋতা রুদ্র, ৺আশুতোষ বিশ্বাস ও ৺আভা সেন ↖

এই ছবির ছ'জন সভ্য আজ আর আমাদের মধ্যে নেই | ১৯৯৯ সালে প্রথম প্রকাশিত "প্রবাস বন্ধু" পত্রিকা ৺শ্রীমতী বসাকের হাতে | ↑